ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪০৯৭

আগরতলা,৯ ফেব্রুয়ারি,২০১৯

ত্রিপুরাকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গেটওয়েতে পরিণত করা হবে : প্রধানমন্ত্রী

উন্নয়নের নিরিখে ত্রিপুরাকে ভারতবর্ষের একটা বিশেষ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার গেটওয়েতে পরিণত করা হবে ত্রিপুরাকে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সেই লক্ষ্য নিয়েই কাজ করছে। আজ বিকেলে আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে গর্জি-বিলোনীয়া রেলওয়ে লাইন জাতির প্রতি উৎসর্গ এবং নরসিংগড়ের ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির নতুন কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একথা বলেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রের উদ্যোগের কোনও ঘাটতি নেই। গত সাড়ে চার বছরে এই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত অর্থ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পূর্বতন সরকারের দুর্বলতার জন্য এখানে ওই সময় এই অর্থের সদ্ব্যবহার হয়নি। বর্তমান সরকার উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে এই প্রথম ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনা হচ্ছে। তিনি বলেন, এটা খুবই অবাক হওয়ার মতো বিষয় যে দিল্লিতে যারা অনেক কিছু বলে ভাষণ দেন তারা এতোদিন রাজ্যে এই কাজটি করেনি। দেশবাসীকে এই সমস্ত লোকেদের চিনে নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে নতুন সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় এসে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের জন্য সপ্তম পে কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করেছে। এর আগে রাজ্যে যারা ক্ষমতাসীন ছিলো তারা শ্রমিকদের স্বার্থে নানা কথা বললেও পে কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করেনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখন ত্রিপুরা দেশের মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। আজ যে প্রকল্পগুলির সূচনা করা হয়েছে এর সঙ্গে যুবকদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি জড়িয়ে রয়েছে। তিনি বলেন, এর আগে ত্রিপুরা সফরে এসে ত্রিপুরাতে হিরা আনার কথা বলা হয়েছিলো। হিরা কথার অর্থ হাইওয়েজ, আইওয়েজ, রেলওয়েজ এবং এয়ারওয়েজ। হামসফর, দেওঘর এক্সপ্রেস, এয়ারপোর্টের নির্মীয়মান নতুন টার্মিনাল ভবন তারই অঙ্গ। আজ যে প্রকল্পগুলির সূচনা হলো সেগুলি সবই হিরা মডেলের নমুনা। বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরায় নতুন কাজ আসবে। এখানে শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনাও প্রশস্ত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদি বলেন, ত্রিপুরাকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নতুন গেটওয়ে-তে পরিণত করা হবে। ফেণী নদীর উপর ব্রীজটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে গেলে এবং গোমতী নদীর নাব্যতা বাড়ানো হলে ত্রিপুরা শুধু উত্তর-পূর্বাঞ্চল নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কমার্শিয়াল হাবে রূপান্তিরত হবে। গোমতী নদীর নাব্যতা বাড়িয়ে এতে জাহাজ চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গোমতী তো এর আগেও ত্রিপুরায় ছিলো? এর আগে কেন এই ধরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে নরেন্দ্র মোদি বলেন, প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষের জীবনকে আরও সহজ করার চেষ্টা করছে বর্তমান সরকার। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় বাষট্টি হাজারেরও বেশি এমন লোকের সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের অস্তিত্ব শুধু কাগজে কলমেই ছিলো এবং তারা নানারকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন। এই লোকেরা সাধারণ মানুষের পয়সা লুটে খেয়েছে। তিনি বলেন, গত সাড়ে চার বছরে সারা দেশেই এমন ৮ কোটি মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে যারা বেআইনীভাবে গরীবদের নানা রকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করতো। প্রযুক্তির সহায়তায় এরকম লোকজনদের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং তাদের চিহ্নিত করে বিভিন্ন ধরণের সুবিধা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

***২-এর পাতায়

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত সাড়ে চার বছরে কেন্দ্রীয় সরকার মানুষের কল্যাণে যে কাজ করেছে তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সম্প্রতি সংসদে পেশ করা বাজেটে বেশ কিছু যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সবার জন্য এমন কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যা আগে কেউ চিন্তা করেনি। সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই স্লোগানকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই বাজেটে এমন অংশের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যাদের জন্য এতোদিন শুধু স্লোগান দেওয়া হতো। এতোদিন অসংগঠিত অংশের শ্রমিকদের জন্য কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বাজেটে এই অংশের লোকেদের জন্য পেনশনের ব্যবস্থা করেছে। 'প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন যোজনা' নামে একটি প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে যাতে শ্রমিকদের জন্য মাসিক পেনশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ষাট বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর তারা তিন হাজার টাকা করে মাসে পেনশন পাবেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কৃষক ও মৎস্যজীবি সহ বিভিন্ন অংশের লোকেদের জন্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। কৃষকদের জন্য 'পি এম কিষাণ যোজনা' নামে একটি প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে যাতে ত্রিপুরা সহ সারা দেশের ৫ কোটি কৃষক পরিবার এই প্রকল্পের আওতায় উপকৃত হবে। তাদের জন্য প্রতি বছর কেন্দ্রীয় সরকার ৬ হাজার টাকা করে জমা করবে। ২ হাজার টাকা করে তিন কিস্তিতে এই টাকা কৃষকদের দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির টাকা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। যাদের কাছে ৫ একর বা এর কম জমি আছে তারাই এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন। পশুপালকদেরও কৃষকদের মতো করে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হবে যাতে তারা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেতে পারেন। তিনি বলেন, মৎস্যজীবীদের জন্য পৃথক দপ্তর খোলা হবে যাতে তাদের বিভিন্ন সমস্যার সহজেই সমাধান করা যায়। তিনি বলেন, বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গরীবদের জন্য ঘর, শৌচালয় ইত্যাদি তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে তাদের বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। খুব অল্প টাকার প্রিমিয়ামের মাধ্যমে বীমা চালু করা হয়েছে যার আওতায় সবাই আসতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত এগারো মাসে ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় ২ লাখের বেশি গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে। কুড়ি হাজারের বেশি ঘর তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, সোয়া লাখের বেশি শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনজাতিদের জন্য ত্রিপুরার একটা আলাদা পরিচিতি রয়েছে। সাম্প্রতিক পেশ করা কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে জনজাতিদের জন্য বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করার দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করা হয়েছে। এর অধিকার বাড়ানো হয়েছে। এতে জনজাতি এলাকার উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশুনা, যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান, কৃষকদের জন্য সেচের ব্যবস্থা যথাযথভাবে করার লক্ষ্যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করছে। ত্রিপুরায় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্যে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগে শুধু একটি দলের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরই চাকরি দেওয়া হতো। এখন ত্রিপুরায় যুবকদের মেধার ভিত্তিতে চাকরি দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় হিংসার দিন শেষ। সবাই এখন পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে সব ধরণের উৎসবে সামিল হতে পারছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মা ত্রিপুরাসুন্দরীর মাটিতে আরও একবার আসার সুযোগ হলো। ১১ মাস আগে রাজ্যে যে পরিবর্তন এসেছে তার আনন্দ সবার চেহারায় দেখা যাচ্ছে। এই এগারো মাসে রাজ্যের মানুষ গণতন্ত্র ও উন্নয়নের সঠিক ছোঁয়া অনুভব করছেন। উন্নয়নের ক্ষেত্রে ত্রিপুরাকে এক নতুন রাস্তায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা প্রমুখকে ধন্যবাদ জানান।

***৩-এর পাতায়

জনসমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, বর্তমান কেন্দ্র সরকার এবার যে বাজেট পেশ করেছে তা ঐতিহাসিক। এবারের বাজেটে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নের জন্য ২১ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে প্রচুর সংখ্যক তপশিলী জাতি ও তপশিলী জনজাতি রয়েছেন। এবারের বাজেটে তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে তপশিলী জাতির জন্য ৩৬.৬ শতাংশ এবং তপশিলী জনজাতিদের জন্য ২৭ শতাংশ বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি এবারের বাজেটে এই প্রথম যে সমস্ত কৃষকদের ২ হেক্টর পর্যন্ত কৃষিজমি রয়েছে তাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি বছরে ৬ হাজার টাকা প্রদান করার সংস্থান রাখা হয়েছে। এতে আমাদের রাজ্যের প্রায় ৪ লক্ষ কৃষক পরিবার উপকৃত হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংস্কৃতির বিকাশেও কেন্দ্র সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। আমাদের রাজ্যের কৈলাসহর মহকুমার ছোট গ্রাম থেকে রসেম শিল্পী থাঙ্গা ডার্লং-এর প্রতিভাকে খুঁজে এ বছর পদ্মশ্রী দেওয়া হয়েছে। এই উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকেই বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ড. ভূপেন হাজারিকাকে ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। আগে উত্তর-পূর্বাঞ্চলবাসীর দিল্লি অনেক দূর মনে হতো। কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালে দেশের শাসনভার গ্রহণ করে লাগাতার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে সহযোগিতা করে আসছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অষ্টলক্ষ্মী আখ্যা দিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। ফলে উত্তরে পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে দিল্লির ভৌগোলিক দূরত্ব এক থাকলেও রাজধানীর সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলবাসীর মনের দূরত্ব অনেক কমে গেছে। ত্রিপুরাকে একটি নতুন দিশা দেওয়ার জন্য সমগ্র ত্রিপুরাবাসী আজীবন বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণে রাখবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার এবার ঘাটতিহীন বাজেট তৈরি করেছে। ২০১৭-১৮ সালে যে বাজেট তৈরি করা হয়েছিলো তাতে ১৪২২ কোটি রাজস্ব আদায় হয়েছিলো। বর্তমান সরকার মাত্র ১১ মাসেই রাজস্ব আয় করেছে ১৭৯০ কোটি টাকা। কেন্দ্র সরকার যে দিশায় ত্রিপুরাকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সহযোগিতা করছে তাতে ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য বানানোর যে স্বপ্ন আমরা দেখেছি তা নিশ্চয়ই পূরণ হবে। এছাড়াও কেন্দ্র সরকার ত্রিপুরার ষষ্ঠ তপশিলের অন্তর্ভুক্ত এলাকাকে শক্তিশালী করতে সংশোধনীর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে দেশের জনজাতিদের পাশাপাশি আমাদের রাজ্যের জনজাতিদেরও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে এবং অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশকে উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজ করছেন। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে শ্রেষ্ঠ বানানোর যে লক্ষ্য নিয়েছিলেন তা যথার্থ বাস্তবায়নেও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কাজ করছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনজাতি সম্প্রদায়ের কৃষ্টি, সংস্কৃতির অস্তিত্ব রক্ষার উপরও জোর দিয়েছে বর্তমান কেন্দ্র সরকার। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বিমানবন্দর প্রাঙ্গণে আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের মূর্তি স্থাপনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী রাজ্যবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ করেছেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল কাপ্তান সিং সোলাঙ্কি এবং রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যগণ।

*****